রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৫১৫
ই-মেইল : dgmlad1@rakub.org.bd
ওয়েব সাইট : www.rakub.org.bd

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৩/২০১৯ তারিখ : ১৫.০৭.২০১৯

বিষয় : ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির নিশ্চয়তার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রেখে কৃষি পরিণত হয়েছে সামাজিক কর্মকান্ডের এক বিশেষ ক্ষেত্রে। দেশের সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রে যথাযথ প্রেরণা, প্রেষণা ও পুঁজির যথাযথ প্রবাহ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিখাতের উদ্যোক্তাদের আর্থিক সমস্যা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থায়ন করে আসছে। বর্তমান সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ অনুসরণে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পল্লী এলাকায় অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরো ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সামগ্রিকভাবে দেশের কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি পণ্যের উৎপাদন, বাণিজ্যিকীকরণ ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষির কোর খাতসমূহে, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মকান্ড এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্পে অর্থায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ এবং পরিবেশ বান্ধব খাতে অর্থায়ন এ ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ডে অর্থায়নের পাশাপাশি সিএমএসএমই খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে রাকাব এতদাঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

০২। এ প্রেক্ষাপটে দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি উন্নয়নে সহায়তা ও সিএমএসএমই খাতের বিকাশের লক্ষ্যে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ২২০০.০০ কোটি টাকা হতে ৪% প্রবৃদ্ধি ধরে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৩০০.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য ব্যাংকের জোনওয়ারী (এলপিও এবং ঢাকা কর্পোরেট শাখাসহ) খাত-উপখাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা গত ১১.০৭.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত রাকাব পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী কমিটির ৫৮তম সভায় অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত এ লক্ষ্যমাত্রা এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট-ক)। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা শাখাভিত্তিক তাৎক্ষণিক বন্টন করে এতদসংক্রান্ত কপি এ বিভাগে প্রেরণ করবেন।

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	উপ-খাত	লক্ষ্যমাত্রা	হার
	(ক) কৃষি :		
১.	শস্য/ফসল	৯০০.০০	৩৯%
২.	মৎস্য সম্পদ	৪০.০০	২%
৩.	প্রাণিসম্পদ	১০০.০০	৪%
৪.	খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি	৫.০০	০%
৫.	দারিদ্র বিমোচন/মাইক্রো-ক্রেডিট	৩৫.০০	২%
৬.	চলমান কৃষি	৬০০.০০	২৬%
	উপ-সমষ্টি :	**১৬৮০.০০**	**৭৩%**
	(খ) অকৃষি :		
৭.	কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প/খামার	২০.০০	১%
৮.	সিএমএসএমই (CMSME)	৪০০.০০	১৭%
৯.	অন্যান্য	২০০.০০	৯%
	উপ-সমষ্টি :	**৬২০.০০**	**২৭%**
	সর্বমোট :	**২৩০০.০০**	**১০০%**

০১. শস্য/ফসল :

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শস্য খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে **৯০০.০০ কোটি টাকা**। শস্য ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান শস্য/ফসল ও আমদানি বিকল্প শস্য/ফসল যেমন ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা উৎপাদনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাছাড়া যে সকল জমি পতিত থাকে সে সকল জমিতে অপ্রচলিত শস্য উৎপাদনের জন্য পরিকল্পিতভাবে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি এলাকার শস্য উৎপাদন কাঠামোতে (Cropping pattern) যেমন পরিবর্তন আসবে তেমনি শস্য নিবিড়তাও (Cropping intensity) বৃদ্ধি পাবে। সচরাচর কৃষি ঋণ কর্মসূচির বাইরেও কোন উদ্যোক্তা বীজ উৎপাদন বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বৃহৎ Compact এলাকায় কোন ফসল উৎপাদনের জন্য অথবা Contract growers পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হলে তাদেরকেও সহায়ক জামানত গ্রহণ করে ঋণ দেয়া যাবে।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক ও বর্গাচাষীগণকে ঋণ প্রদানে যাতে কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আবর্তনশীল শস্য ঋণ সীমা (Revolving crop credit limit) পদ্ধতিতে প্রকৃত কৃষকগণকে সময়মত ও দ্রুত ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি শস্য গুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতেও ঋণ বিতরণ জোরদার করতে হবে। শস্য ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার ঋণ নিয়মাচার যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। শস্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন বিশেষ ঋণ কর্মসূচি পরিপালনে (আমদানি বিকল্প ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভূট্টা চাষে ঋণ; আবর্তনশীল শস্য ঋণ; রাকাব-বিএমডিএ যৌথ তদারকি ঋণ এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের অনুকূলে দলভিত্তিক জামানতবিহীন ঋণ) শস্য খাত হতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকদের অতি দ্রুত ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শস্য/ফসল ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে (ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ২৪.০৫.২০১৮ তারিখের সার্কুলার নং ০২/২০১৮)। প্রকৃত ঋণগ্রহিতা কৃষকগণ যাতে এ সুফল পেতে পারেন সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।

০২. মৎস্য সম্পদ :

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ করা একান্ত অপরিহার্য। রাকাব-এর অধিক্ষেত্রে এখনও প্রচুর হাজামজা পুকুর, দীঘি রয়েছে যেগুলো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে মাছ চাষের আওতায় এনে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছের চাষ বাড়ানো এবং সে সাথে গুণগত মানসম্পন্ন মাছ অর্থাৎ স্বাদের দিক থেকে যে সকল মাছের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং দাম বেশী, কম সময়ে আকারে বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে চাহিদা রয়েছে সে সকল মাছের উৎপাদন বাড়ানো। অমিত সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিপুল সুযোগ রয়েছে। মৎস্য সম্পদ বলতে মিঠা পানির মাছ/পুকুরে মাছ চাষ, ধান ক্ষেত/উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, গলদা চিংড়ি চাষ, উন্নত মৎস্য পোনা/রেনু পোনা উৎপাদন হ্যাচারী ইত্যাদি প্রাথমিক মৎস্য উৎপাদনকে বোঝাবে। উল্লিখিত কর্মকান্ডে বিতরণকৃত ঋণ এ খাতে প্রদর্শন করতে হবে। এছাড়া মৎস্য চাষের পরিচালন ব্যয় মেটানোর জন্য সিসি লিমিট প্রদান করা যাবে। এ খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলাদের ঋণ প্রদানে সম্পৃক্ত করা হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও মৎস্য চাষে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

মৎস্য সম্পদ খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে **৪০.০০ কোটি টাকা**। ব্যক্তি উদ্যোগ ছাড়াও মৎস্য খাতে ঋণ বিতরণে Area approach পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ উৎসাহিত করতে হবে। প্রয়োজনে এ ব্যাপারে মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, কৈ, টেংরা, পুঁটি, গলদা চিংড়ি, পাবদা, শিং, মাগুর ইত্যাদি দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষের ঋণ নিয়মাচার অন্তর্ভুক্ত করে 'মৎস্য চাষ ঋণ নিয়মাচার' নামীয় পরিপত্র জারী করা হয়েছে (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং ০৪/২০১৭, তারিখ: ১০.০৭.২০১৭) যা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

০৩. প্রাণিসম্পদ :

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান, পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ গুড়ো দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ার্থে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন অতীব জরুরী। পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য গুঁড়ো দুধের আমদানি বিকল্প দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস-মুরগির ডিম ও মাংস উৎপাদন, ছাগল-ভেড়ার রেয়ারিং ও ব্রিডিং, গরু/মহিষ মোটা-তাজাকরণ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠির প্রয়োজনীয় নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে এ বছরের ঋণ বিতরণ পরিকল্পনায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিম ও মাংস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে পোল্ট্রি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পোল্ট্রি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ কর্মকান্ড কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রাণিসম্পদ বলতে হালের বলদ/মহিষ, গাভী পালন, দুগ্ধ খামার, গরু/মহিষ মোটা-তাজাকরণ, ছাগল পালন (রেয়ারিং ও ব্রিডিং), ভেড়া পালন (রেয়ারিং ও ব্রিডিং), মুরগি পালন (ব্রয়লার ও লেয়ার), হাঁস পালন, হাঁস-মুরগির হ্যাচারি বা এগুলোর মিশ্র খামার ইত্যাদি প্রাথমিক উৎপাদনকে বোঝাবে। উল্লিখিত কর্মকান্ডে বিতরণকৃত ঋণ এ খাতে প্রদর্শন করতে হবে।

প্রাণিসম্পদ খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঋণ বিতরণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে **১০০.০০ কোটি টাকা**। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ২২.০৫.২০১৭ তারিখের সার্কুলার নং-০২/২০১৭ অনুযায়ী গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ঋণের সিলিং উন্নীত করায় এবং দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশী, উন্নত দেশী ও সংকর জাতের বকনা ও দুগ্ধবতী গাভী ক্রয়ের জন্য ঋণসীমা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি মহিষ মোটাতাজাকরণ, বকনা ও দুগ্ধবতী মহিষ পালনের জন্য ঋণসীমা নির্ধারণ করায় এখাতে ঋণ বিতরণের উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং ০২/২০১৭, তারিখ: ২২.০৫.২০১৭)। এ সকল কর্মকান্ডের পাশাপাশি কোয়েল, খরগোস, গিনিপিগ ইত্যাদির খামার স্থাপনেও ঋণ প্রদান করা যাবে। এছাড়াও নাটোর, নওগাঁ, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার চলনবিল এলাকায় হাঁস পালনকারী খামারিদের Area approach ভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে এ বিষয়ে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৪. খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি :
উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারকে আরো প্রসারিত করতে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে **৫.০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে এ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের বাস্তবমুখি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ০৬.০৯.২০১৫ তারিখের সার্কুলার লেটার নং ০৫/২০১৫ মোতাবেক যে সকল জোনে ট্রাক্টর খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৪০% বা তার নীচে সে সকল জোন এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সম্ভাব্যতা অনুযায়ী শাখাসমূহের মধ্যে বন্টন করবেন। ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, ট্রলি, রোটাভেটর, সেচ যন্ত্রপাতি ছাড়াও ছোট-বড় কৃষি সরঞ্জাম যেমন- ড্রাম সীডার, থ্রেসার, উইডার, উইনার, স্প্রেয়ার, হারভেস্টার, রিপার বাইন্ডার, ট্রান্সপ্লান্টার ইত্যাদি বাবদ বিতরণকৃত ঋণও খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি প্রদর্শিত হবে।

০৫. দারিদ্র্য বিমোচন/মাইক্রো-ক্রেডিট :
গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি/ অকৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডে একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ থেকে ২০.১১.২০১৪ তারিখে জারীকৃত পরিপত্র নং-০২/২০১৪ মোতাবেক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০/- টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় ঋণ বিতরণ জোরদার করতে হবে। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে **৩৫.০০ কোটি টাকা** ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ থেকে জোনওয়ারী কর্মসূচিভিত্তিক বিভাজন করে দেয়া হবে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বর্তমানে চালু কর্মসূচিসহ অন্যান্য নতুন কর্মসূচিতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচির সাম্প্রতিক অচলাবস্থার কারণে এ খাতের ঋণগ্রহিতাদের ঋণ আদায় করে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে অন্য কর্মসূচির আওতায় ঋণ প্রদান করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচন খাতে বিগত সময়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের উপর জোর দিতে হবে এবং বিচক্ষণতার সাথে এমনভাবে পুনরায় ঋণ বিতরণ করতে হবে যাতে বিতরণকৃত ঋণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় হয়।

০৬. চলমান কৃষি :
২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চলমান কৃষি খাতে **৬০০.০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সকল ধরণের কৃষি কর্মকান্ড যেমন কৃষিপণ্য প্রক্রিয়া/বাজারজাতকরণ, শস্য/ফসল উৎপাদন, হাইব্রিড নার্সারী, ফলবাগান পরিচর্যা, মৎস্য সম্পদ, প্রাণিসম্পদ, খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি, দারিদ্র বিমোচনমূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি কৃষি খাতে প্রদত্ত সিসি লিমিট চলমান কৃষি ঋণের অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়াও ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ৩০.০৬.২০১৬ তারিখের সার্কুলার নং-৫/২০১৬ অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে **'ফারমার্স ক্রেডিট লিমিট'** নামীয় একটি সম্ভাবনাময় প্রোডাক্ট চালু করা হয়েছে। ফলে এ খাতে ঋণ বিতরণের প্রভূত সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে শাখার আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভা এলাকায় এ খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০.০০ কোটি টাকার জোনওয়ারী টার্গেট (পরিশিষ্ট-খ) শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ২৯.০৩.২০১১ তারিখের সার্কুলার নং-০২/২০১১ অনুযায়ী চলতি পুঁজি / সিসি ঋণ নবায়ন পদ্ধতি সহজীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও চলতি পুঁজি ঋণ নবায়ন ক্ষমতা প্রসঙ্গে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ থেকে ০৬.০৪.২০১১ তারিখে সার্কুলার লেটার নং-০২/২০১১ জারী করায় এ খাতে ঋণ বিতরণ অনেক সহজ ও গতিশীল হয়েছে। চলতি পুঁজি/সিসি ঋণ নবায়ন পদ্ধতির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ থেকে ০২.০৫.২০১২ তারিখে সার্কুলার লেটার নং-০৪/২০১২ জারী করা হয়েছে। এছাড়াও এ ঋণ কর্মসূচি গতিশীল করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের ব্যবসায়িক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং ০৯/২০১৭, তারিখ: ১৫.১১.২০১৭)।

শাখা ব্যবস্থাপকগণ এ খাতের ঋণগ্রহিতাদের তালিকা ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং যথাসময়ে ঋণগুলোর নবায়ন নিশ্চিত করবেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিয়মিত চলমান ঋণসমূহ কোনক্রমেই অনিয়মিত হতে দেয়া যাবে না এবং ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মে শ্রেণীকৃত/অনিয়মিত চলমান ঋণগুলো নিয়মিত করতে হবে। এতদসত্ত্বেও যে সকল চলমান ঋণ হিসাব অনিয়মিত থাকবে সেগুলো আদায়ের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যাংক বিধি মোতাবেক আইনী সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

০৭. কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প/খামার :
কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প/খামার উপ-খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে **২০.০০ কোটি টাকা**। ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ২৯.০৮.২০১৭ তারিখের সার্কুলার লেটার নং-০৩/২০১৭ এর সাথে সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত খাতে বিতরণকৃত ঋণ এ উপ-খাতে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রকল্পের তালিকায় পোল্ট্রি, ডেইরি ও হর্টিকালচার শিল্প খাত অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ খাতে ঋণ বিতরণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে আশা করা যায়।

০৮. সিএমএসএমই (CMSME) :

সিএমএসএমই খাতে কুটির শিল্প ও মাইক্রো ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০৩/২০১৫, তারিখ: ০২.০৮.২০১৫) এ খাতে ঋণ বিতরণের সম্ভাবনা ও সুযোগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সিএমএসএমই'র বিকাশ ও সম্প্রসারণ বর্তমানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস এবং অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ব্যাপক হারে সিএমএসএমই প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। এ উদ্দেশ্যে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর ১৫.১১.২০১৭ তারিখের সার্কুলার নং-০৯/২০১৭ অনুযায়ী শাখা ব্যবস্থাপকগণের সিএমএসএমই খাতে ব্যবসায়িক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ খাতের সম্ভাবনা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ২০২১ সালের মধ্যে সিএমএসএমই ঋণের বিতরণ মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ২৫% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী অর্থবছরের চেয়ে ১০০.০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে **৪০০.০০ কোটি টাকা** নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণে মাঝারি খাতের চেয়ে ক্ষুদ্র খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। **সিএমএসএমই খাতে সামগ্রিক অর্থায়নের অন্যূন ৫০% কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য নির্ধারণ করতে হবে।** টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি টেকসই সিএমএসএমই খাত গঠন করতে সিএমএসএমই ঋণ পোর্টফোলিওর কাঙ্খিত খাতভিত্তিক বিভাজন হবে ম্যানুফ্যাকচারিং-এ অন্যূন ৪০%, সেবায় অন্যূন ২৫% এবং ব্যবসায় (ট্রেডিং-এ) সর্বোচ্চ ৩৫%। পোর্টফোলিওর কাঙ্খিত খাতভিত্তিক বিভাজন সিএমএসএমই পারফরমেন্স মূল্যায়নে নিয়ামক হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কটেজ, মাইক্রো, স্মল ও মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির আলোকে নির্ধারিত খাতসহ অনুমোদিত অন্যান্য খাতে বিতরণকৃত প্রকল্প ও চলতি পুঁজি ঋণ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। বিধায়, জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য। দেশের শিল্প উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের এ খাতে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ অর্থবছরে শাখার সিএমএসএমই খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ন্যূনতম ১০% নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। জোনাল ব্যবস্থাপকগণ এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং ছাড়াও শাখা পরিদর্শনকালে Women Entrepreneur Dedicated Desk এর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন। সিএমএসএমই এবং নারী উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান বিষয়ক ত্রৈমাসিক বিবরণী নিয়মিত ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ প্রেরণ করতে হবে।

০৯. অন্যান্য ঋণ :

উল্লিখিত ৮টি মূল উপ-খাতের বাইরে অনুমোদিত খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ এ খাতে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে মেয়াদী আমানত, RGPS, RSS, KSS, RDMS, RMPS, RTMS, RMSS, RMDS, RGSS বা অন্য যে কোন আমানত বন্ধক/ লিয়েন রেখে ঋণ দেয়া হলে ঋণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী এর খাত নির্ধারিণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট খাতেই তা বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অন্যান্য খাতে **২০০.০০ কোটি টাকা** ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

<u>পরিবেশ বান্ধব (Green Banking) খাতে ঋণ বিতরণ :</u>

বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থা বিশেষ করে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিখাতকে প্রতিনিয়ত নতুনভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করে তুলছে। এলাকাভেদে জলবায়ু ও পরিবেশ উপযোগী ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণসহ প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হওয়া নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সঙ্গতিপূর্ণ ও সময়োপযোগী উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

গ্রীণ ব্যাংকিং এন্ড সিএসআরডি ডিপার্টমেন্ট (বর্তমানে সাইটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ০৪.০৯.২০১৪ তারিখে জিবিসিএসআরডি ০৪ নম্বর সার্কুলারের মাধ্যমে তফসিলিভুক্ত ব্যাংকসমূহের জন্য ২০১৫ সাল হতে পরিবেশ বান্ধব (Green Banking) খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের ফান্ডেড ঋণ/বিনিয়োগের ৫% নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এতদবিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লেখিত সার্কুলার এন্ডোর্স করে ১০.১২.২০১৪ তারিখে রাকাব, ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-২ থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রকা/ঋণওঅবি-২(১১৩)/২০১৪-২০১৫/১৯৫(১৯) নম্বর পত্র প্রেরণ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য এ ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ২৩০০.০০ কোটি টাকার ৫% হিসেবে মোট ১১৫.০০ কোটি টাকা পরিবেশ বান্ধব (Green Banking) খাতে বিতরণ করতে হবে। তদনুযায়ী জোনাল ব্যবস্থাপকগণ তাঁদের জোনের জন্য নির্ধারিত মোট ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৫% পরিবেশ বান্ধব খাতে বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকরতঃ তা শাখায় বন্টন করবেন।

৩। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঋণ বিতরণে অনুসরণীয় দিক নির্দেশনা :

ক. কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি ঋণের প্রধান (Core) তিনটি খাতে (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area aproach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।

খ. অগ্রাধিকার প্রদত্ত আমদানি বিকল্প ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় শস্যসহ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন মৌসুমের সকল প্রকার শস্যের জন্য চাহিদা অনুযায়ী শস্য ঋণ বিতরণ করতে হবে।

গ. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহজে অভিযোজনকারী ফসল চাষের উদ্যোগে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

ঘ. অনাবাদী জমিতে শস্য আবাদের ক্ষেত্রে কৃষককে ঋণ প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ঘ. উচ্চ মূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

চ. প্রকৃত কৃষকরা যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে শতভাগ অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

ছ. কৃষি ঋণের জন্য যাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে ঋণ আদায়ের জন্য স্ব-স্ব জোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জ. কৃষি ও পল্লী ঋণ এবং সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ঝ. ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে শাখার আওতাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/ পৌরসভা এলাকায় 'ফারমার্স ক্রেডিট লিমিট' খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং দেয় লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

ঞ. সিএমএসএমই তথা কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র আকারের কৃষি উপকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ, খামার স্থাপন ইত্যাদি মেয়াদী প্রকল্প ঋণের জন্য সম্ভাবনাময় নতুন নতুন উদ্যোক্তা বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিত করতে হবে। এ সব প্রকল্পে মেয়াদী ঋণ ও প্রকল্প পরিচালনার জন্য চলতি পুঁজি ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা/কোম্পানি চিহ্নিতকরণের কাজটি সতর্কতার সাথে সম্পাদন করতে হবে।

ট. মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি শাখা অধিক্ষেত্রের সকল পুকুর চিহ্নিত করে ন্যূনতম ৫০% পুকুরে মাছ চাষের জন্য ঋণ দিতে হবে। সম্ভাবনার নিরীখে মৎস্য পোনা উৎপাদন হ্যাচারী স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। মৎস্য চাষ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য স্বল্প মেয়াদী সিসি লিমিট (চলমান কৃষি ঋণ) প্রদান করতে হবে।

ঠ. কৃষির সহায়ক খাত হিসেবে সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি উপ-খাতে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে হবে। একইভাবে কৃষি উপকরণ বা কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য ট্রেডিং লোন সঠিকভাবে প্রাক্কলনের মাধ্যমে মঞ্জুরি ও বিতরণ করে বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে আদায়/নবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ড. উপরোল্লিখিত উপ-খাত ছাড়াও অন্যান্য খাতে বিচক্ষণতার সাথে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৪। জোনাল ব্যবস্থাপক ও শাখা ব্যবস্থাপকগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্মরণ রেখে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন :

ক. অনুমোদিত কোন খাতে ঋণ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ নেই এ অজুহাতে ঋণ বিতরণ বন্ধ রাখা যাবে না। এক্ষেত্রে অন্য শাখা হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে লক্ষ্যমাত্রা/বরাদ্দ সংস্থানপূর্বক ঋণ বিতরণ করা যাবে। প্রয়োজনে প্রধান কার্যালয় থেকে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হবে। **ঋণ আদায় ও সুদবিহীন/স্বল্প সুদবাহী আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান করতে হবে।**

খ. পুরাতন ঋণ আদায় করে ঋণগ্রহিতার প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। পুনরায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে জারীকৃত নির্দেশনা (ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-০১/২০১৭, তারিখ ০৮.০৫.২০১৭) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

গ. দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। ঋণ বিতরণে কোন কর্মকর্তা–কর্মচারী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে দ্রুত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. ব্যাংক ঋণের সুবিধা, কম সুদের হার এবং সহজলভ্যতার বিষয়ে কৃষকদেরকে ব্যাপকভাবে অবহিত করতে হবে। কৃষকের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী এমনভাবে ঋণ বিতরণ করতে হবে যাতে তাদেরকে কৃষি কাজের পুঁজির জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হতে না হয়।

ঙ. ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৫। ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে এবং প্রতিটি শাখাকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ২০% ঋণ আবশ্যিকভাবে নতুন ঋণগ্রহিতাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে জোনের উপ-খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

৬। ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েল, লেন্ডিং পলিসি এ্যান্ড অপারেশন ম্যানুয়েল ও সময়ে সময়ে জারীকৃত পত্র/পরিপত্রের নির্দেশনা, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নীতিমালা ও নিয়মাচার যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ঋণ বিতরণ এমনভাবে করতে হবে যাতে সিংহভাগ ঋণের অর্থ নির্ধারিত সময়ে ফেরত আসে এবং সহসা কোন ঋণ SMA, WCL, CL, অথবা ঋণের গুণগত মানের ঋণাত্মক পরিবর্তন না ঘটে। সমন্বিত ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সততা ও স্বচ্ছতার সাথে ঋণ বিতরণ করতে হবে। দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নকল্পে শাখাসমূহকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করার জন্য জোনাল ব্যবস্থাপকগণকে অনুরোধ করা হলো।

অনুমোদনক্রমে-

১৫.০৭.২০১৯

(শওকত শহীদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

সূত্র নং-প্রকা/ঋণওঅবি-১/৪৬/২০১৯-২০২০/৪৪(৪৪৭) তারিখ : ১৫.০৭.২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো :

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।
১০। ব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১১। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, রাজশাহী।
১২। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৪। অফিস নথি/মহানথি।

১৫.০৭.২০১৯

(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
ঊর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে 'ফারমার্স ক্রেডিট লিমিট' খাতে জোনওয়ারী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিভাগ/জোনের নাম	লক্ষ্যমাত্রা
	(ক) রাজশাহী বিভাগ	
১	রাজশাহী	১০.০০
২	নওগাঁ	১৫.০০
৩	নাটোর	১০.০০
৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১০.০০
৫	বগুড়া (উ:)	১০.০০
৬	বগুড়া (দ:)	১০.০০
৭	জয়পুরহাট	১০.০০
৮	পাবনা	১০.০০
৯	সিরাজগঞ্জ	১০.০০
	উপ-সমষ্টি :	**৯৫.০০**
	(খ) রংপুর বিভাগ	
১০	রংপুর	১৫.০০
১১	গাইবান্ধা	১০.০০
১২	কুড়িগ্রাম	১০.০০
১৩	নীলফামারী	১০.০০
১৪	লালমনিরহাট	১০.০০
১৫	দিনাজপুর (উ:)	১০.০০
১৬	দিনাজপুর (দ:)	১০.০০
১৭	ঠাকুরগাঁও	১৫.০০
১৮	পঞ্চগড়	১৫.০০
	উপ-সমষ্টি :	**১০৫.০০**
	সর্বমোট :	**২০০.০০**

১৫.০৭.২০১৯
(শাহনেওয়াজ ছাররে মাহমুদ)
মুখ্য কর্মকর্তা

১৫.০৭.২০১৯
(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
ঊর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

পরিশিষ্ট-ক

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জোনওয়ারী মূল উপ-খাতভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	জোন	শস্য/ফসল	মৎস্য সম্পদ	প্রাণিসম্পদ	খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি	দারিদ্র্য বিমোচন/ মাইক্রো ক্রেডিট	চলমান কৃষি	কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প	সিএমএসএমই (CMSME)	অন্যান্য	সর্বমোট
১	রাজশাহী	৭০০০	৩০০	১০০০	৫০	৩৭০	৫০০০	২০০	৭৫০০	১৪০০	২২৮২০
২	নওগাঁ	৬৫০০	২০০	৮৫০	২০	৪৫০	৬০০০	২০০	২৫০০	১৩০০	১৮০২০
৩	নাটোর	৫০০০	৮৫০	৪৫০	১০	৭০	২৩০০	৫০	১৫০০	১২০০	১১৪৩০
৪	চাঃ নবাবগঞ্জ	৪০০০	১০০	৪৫০	২০	১০০	২৫০০	৫০	২২০০	৪০০	৯৮২০
৫	বগুড়া(উঃ)	৩০০০	১৫০	৫০০	৭০	৫০	৪৫০০	২০০	২৫৫০	১৬০০	১২৬২০
৬	বগুড়া(দঃ)	৩০০০	১০০	৫০০	১০	৪৫০	৪৮০০	৫০	৩৫০০	১১০০	১৩৫১০
৭	জয়পুরহাট	৩৫০০	৪৫০	৫৫০	১৫	৫১০	৪৭০০	১০০	২৫০০	৯০০	১৩২২৫
৮	পাবনা	৪০০০	৩৫০	৭০০	১৫	৩০০	৩৭০০	৫০	২২০০	১২০০	১২৫১৫
৯	সিরাজগঞ্জ	৬০০০	৩০০	৯০০	১৫	১৫০	১২০০	৫০	১২৫০	১৭০০	১১৫৬৫
	উপ-সমষ্টি :	**৪২০০০**	**২৮০০**	**৫৯০০**	**২২৫**	**২৪৫০**	**৩৪৭০০**	**৯৫০**	**২৫৭০০**	**১০৮০০**	**১২৫৫২৫**
১০	রংপুর	৭৫০০	৩০০	৬০০	৪০	১১০	৬৫০০	২০০	২০০০	১০০০	১৮২৫০
১১	গাইবান্ধা	৪৫০০	১০০	৪০০	১৫	১০০	২১০০	৫০	১০০০	১৭০০	৯৯৬৫
১২	কুড়িগ্রাম	৬০০০	১০০	৩৫০	২৫	২০০	১৬০০	৫০	১০০০	৯০০	১০২২৫
১৩	নীলফামারী	৫৫০০	১০০	৪৫০	৩৫	১০০	৩৬০০	৫০	১৫০০	৬০০	১১৯৩৫
১৪	লালমনিরহাট	৬০০০	৫০	৩০০	৩৫	৭০	২০০০	৫০	৮৫০	৬০০	৯৯৫৫
১৫	দিনাজপুর(উঃ)	৪৫০০	২৫০	৫৫০	৩৫	৭০	৩০০০	৫০	২৪০০	১১০০	১১৯৫৫
১৬	দিনাজপুর(দঃ)	৪৫০০	১০০	৪৫০	৪০	৪৫	৩০০০	৫০	১৫০০	১৬০০	১১২৮৫
১৭	ঠাকুরগাঁও	৫৫০০	১০০	৪০০	১৫	৮০	১৫০০	৫০	১২০০	৮০০	৯৬৪৫
১৮	পঞ্চগড়	৪০০০	৫০	৩০০	২৫	২৭৫	১২০০	২০০	১৮৫০	৬০০	৮৫০০
	উপ-সমষ্টি :	**৪৮০০০**	**১১৫০**	**৩৮০০**	**২৬৫**	**১০৫০**	**২৪৫০০**	**৭৫০**	**১৩৩০০**	**৮৯০০**	**১০১৭১৫**
১৯	এলপিও	০	৫০	৩০০	১০	০	৮০০	৩০০	১০০০	২০০	২৬৬০
২০	ঢাকা শাখা	০	০	০	০	০	০	০	০	১০০	১০০
	সর্বমোট:	**৯০০০০**	**৪০০০**	**১০০০০**	**৫০০**	**৩৫০০**	**৬০০০০**	**২০০০**	**৪০০০০**	**২০০০০**	**২৩০০০০**

১৫.০৭.২০১৯

(শাহনেওয়াজ ছাররে মাহমুদ)
মুখ্য কর্মকর্তা

১৫.০৭.২০১৯

(মোঃ ছলিম উদ্দীন)
ঊর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা